আরামবাগ মহকুমায় ১১০৮টির মধ্যে ৪৮৯টি বুথে আজ নির্বাচন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ নির্বাচন উপলক্ষ্যে হুগলি আরামবাগ মহকুমা জুড়ে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্পর্শকাতর বুথগুলিতে ভিডিও রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে এবং বুথগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী মোতায়ানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এবার আরামবাগ মহকুমা অর্ধেকের বেশি বুথে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করেছে। ফলে ওইসব বুথগুলিতে এবার নির্বাচন হচ্ছে না। জানা গেছে, আরামবাগ মহকুমায় মোট বুথের সংখ্যা ১১০৮টি। এর মধ্যে ৪৮৯টি বুথে নির্বাচন হচ্ছে। ত্রিস্তরীয় এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে আরামবাগ মহকুমায় ৬৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা ৯২৪। এর মধ্যে মাত্র ১২৩টি আসনে নির্বাচন হচ্ছে। এই আসনগুলির

সবকটিতে প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এছাড়া বিজেপি ৬টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি খানাকুল ২নং ব্লকে ও ১টি পুরশুড়া ব্লকে। অন্যদিকে সিপিএম গোঘাট ১নং ব্লকে ২টি প্রার্থী দিয়েছে।

তাদের সহযোগী ফরওয়ার্ড ব্লকও এই ব্লকে ৫টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এছাড়া নির্দল প্রার্থী রয়েছেন ১১৩জন। সবচেয়ে বেশি নির্দল রয়েছেন পুরশুড়া ব্লকে ৭৭জন।

এছাড়া আরামবাগ ব্লকে ২৭জন, খানাকুল ২নং ব্লকে ১জন, গোঘাট ২নং ব্লকে ৪জন, গোঘাট ১নং ব্লকে ১জন এবং খানাকুল ২নং ব্লকে ৩জন নির্দল প্রার্থী রয়েছেন। আরামবাগ মহকুমার ৬টি পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন সংখ্যা ১৮৫টি। এর মধ্যে ২২টি আসনে এবার নির্বাচন হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস ২২টি আসনে প্রার্থী দিলেও বিজেপি শুধুমাত্র খানাকুল ২নং ব্লকে ১টি আসনে, সিপিএম পুরশুড়া ব্লকে ২টি আসনে এবং ফরওয়ার্ড ব্লক গোঘাট ১নং ব্লকে ২টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এছাড়া ৬টি পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট ১৯জন নির্দল প্রার্থী রয়েছে।

তার মধ্যে পুরশুড়া ব্লকে ১০জন, আরামবাগ ব্লকে ৬জন, গোঘাট ২নং ব্লকে ১জন, খানাকুল ২নং ব্লকে ২জন নির্দল প্রার্থী রয়েছে। অন্যদিকে আরামবাগ মহকুমায় জেলা পরিষদের আসন সংখ্যা ১৬টি। এর মধ্যে ১১টি আসনে শাসক তৃণমূল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করেছে। বাকি পাঁচটি আসনের সব কটিতেই তৃণমূল প্রার্থী দিয়েছে। এছাড়া বিজেপি আরামবাগ ব্লকে ৩টি, সিপিএম আরামবাগ ব্লক ৩টি ও পুরশুড়া ব্লকে ১টি, ফরওয়ার্ড ব্লক গোঘাট ১নং ব্লকে ১টি আসনে লড়াই করছে। পুরশুড়া ব্লকে ১জন নির্দল প্রার্থী রয়েছে।

পচা মাংস বোঝাই ট্রাক আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ পার্কিং-এ দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাক থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির চণ্ডীতলার বাপাসারিয়ায়। ডানকুনি টোলপ্লাজা দিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামের মানুষ গাড়িটিকে আটক করে। এরপর চণ্ডীতলা থানায় খবর দেওয়া হয়। দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ের পাশে পার্কিং জোনে গাড়িটিকে পুলিশ দাঁড় করিয়ে রাখে। দুর্গন্ধ বের হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা আপত্তি জানালে রাস্তার পাশে একটি পার্কিং-এ গাড়িটিকে রাখা হয়। রবিবার সকালে স্থানীয় চাষীরা জমিতে গিয়ে দেখেন ট্রাক থেকে পোকা ছড়িয়ে পড়ছে জমিতে। পচা গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। দুর্গন্ধে কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়লে

তাঁদের স্থানীয় বড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই ট্রাকে করে পচা মাংস পাচার করা হচ্ছিল। পুলিশ গাড়ির চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এছাড়াও তাঁর কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়। জানা গেছে, ট্রাকটি উত্তরপ্রদেশ থেকে গোয়া যাচ্ছিল। গাড়িতে পশুর হাড় রয়েছে। রাসায়নিক সার তৈরির কারখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এক চিকিৎসক জানান, সকালে তাঁর কাছে বেশ কিছু মানুষ অসুস্থ অবস্থায় যান। তিনি তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেন।

গোঘাটে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী প্রৌঢ়

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ সাংসারিক অশান্তির জেরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন হুগলির গোঘাট ২নং ব্লকের গড়মান্দারণের কোলেপাড়ার বাসিন্দা শিবুপ্রসাদ কোলে(৪৩)। তিনি পেশায় চাষী ছিলেন। স্ত্রী ছাড়াও তাঁর ১৪ ও ১০ বছরের দুই সন্তান আছে। জানা গেছে, শনিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ বাড়ির পাশে তিনি কীটনাশক খান। এরপর পরিবারের লোক জানতে পেরে তাঁকে প্রথমে কামারপুকুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পরে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

গোঘাটে রেললাইনে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির গোঘাটের বলরামপুরে। তারকেশ্বর-গোঘাট রেললাইনের ধারে পাথরের উপর দেহটি পড়েছিল। পরনে ছিল নীল শার্ট ও জিন্সের প্যান্ট। বয়স আনুমানিক ২৫ বছর। রবিবার সকালে স্থানীয় মানুষ প্রথমে দেহটি দেখতে পান। এরপর তাঁরা খবর দেন গোঘাট থানায়। পুলিশ পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাঁর হাতে একটি ব্যাগ ছিল। ব্যাগের মধ্যে ছিল মোবাইলের চার্জার, একটি গাঁজা খাওয়ার কলকে। প্রাথমিক অনুমান, ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েই ওই যুবকের মৃত্যু ঘটেছে। তবে এর পিছনে খুন বা অন্য কোনও চক্রান্ত আছে কিনা তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। উল্লেখ্য, গত বছর ১৫ নভেম্বর এই লাইনের রাতের ট্রেন থেকেই অতশী নন্দী নামে এক ছাত্রীকে ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। পরদিন রেললাইনের ধার থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থী ও তাঁর এজেন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, জাঙ্গিপাড়া ঃ আবার তৃণমূল দুষ্কৃতীদের দ্বারা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলেন হুগলির জাঙ্গিপাড়া জেড পি ২৩-এর অন্তর্গত রসপুর ঘনশ্যামপুর পঞ্চায়েতের ভারতীয় জনতা পার্টির ৭০ ও ৭১ নম্বর বুথের প্রার্থী পলাশ সর্দার ও তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট পলাশ ঘোষ। জনা দশ-পনেরো দুষ্কৃতী লাঠি, বাঁশ, বল্লম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজেপির এই প্রার্থী ও এজেন্টের উপর। আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থীকে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিজেপির অভিযোগ, স্থানীয় থানায় বিষয়টি বার বার জানালেও পুলিশ প্রথমে কোনও সহযোগিতাই করেনি। উল্টে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বার বার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে।

ভোট নির্বিঘ্নে শেষ করতে কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ পঞ্চায়েত ভোটকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য হুগলির তারকেশ্বর এলাকা জুড়ে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। একদিকে যেমন রাজ্য সরকার, অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন এই ভোটকে নির্বিঘ্নে শেষ করতে দায়বদ্ধ। এবার তারকেশ্বরে সব বুথে ভোট না হলেও বেশিরভাগ বুথেই ভোটদান চলবে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি বুথকে উত্তেজনা প্রবণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই ওই সমস্ত বুথ এলাকায় পুলিশও রুট মার্চ করে। কেশবকর অঞ্চল দীর্ঘদিন সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি ছিল। এই এলাকায় এবারও সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলের মুখোমুখি লড়াই হচ্ছে। এছাড়া সন্তোষপুর, বালিগোড়ি -১নং, ২নং, ভঙ্গিপুর এলাকায় তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপি ও সিপিএমের লড়াই হচ্ছে।

খানাকুলে বজ্রাঘাতে মৃত চাষী

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ জমিতে চাষের কাজ করার সময় বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। রবিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুল থানার ঠাকুরানীচক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম অশোক ভৌমিক (৬০)। তাঁর বাড়ি ওই গ্রামেই। এদিন বিকালে তিনি বাড়ির পাশে নিজের জমিতে চাষের কাজ করছিলেন। ওই সময় হঠাৎই তাঁর উপর বাজ পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে খানাকুল থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। উল্লেখ, রবিবার দুপুর থেকেই খানাকুল জুড়ে ব্যাপক বৃষ্টি বিদ্যুৎসহ শিলা বৃষ্টি হয়। এরফলে ধান চাষে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষীরা।

শ্রীশ্রী রবিশঙ্করের জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি হুগলির গোঘাটের কামারপুকুর চটীতে শ্রীশ্রী রবিশঙ্করের ৬২তম জন্মদিন পালিত হল। এই উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। দ্য আর্ট অফ লিভিং -এর কামারপুকুর চটী শাখার উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে এদিন কামার পুকুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ৩০জন চিকিৎসাধীন রোগীর হাতে ফল তুলে দেওয়া হয়। এই সংস্থার কর্ণধার অরুণ সাঁতরা ও শিখা সাঁতরা জানান, আমরা নিয়মিতভাবে যোগব্যায়াম করে থাকি। এর জন্য আমাদের শরীর ও মন ঠিক থাকে। প্রতিবছরই আমরা নানা অনুষ্ঠান পালন করি। ভক্তিবিকাশ কেন্দ্রটিকে ছোট থেকে বড় করার চেষ্টা করছি।

শ্রীশ্রী রবিশঙ্করের ভাবধারা চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। অন্যদিকে কামারপুকুরের মুকুন্দপুরে শ্রীশ্রী রবিশঙ্করের জন্মদিন উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করল প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগ প্রশাসনের উদ্যোগে রবিবার আরামবাগ চাঁদুর পীরতলা এলাকায় নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করা হল। আরামবাগের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ জানান, চাইল্ড লাইন থেকে এস ডি ও ম্যাজামের কাছে একটি খবর আসে। ম্যাজামের কথা মতোই আমরা ওই নাবালিকার বাড়ি যাই। সোমবার এই নাবালিকার বিয়ে ঠিক করা হয় আরামবাগের ঘিয়া এলাকার একটি ছেলের সঙ্গে। বর্তমানে সে চাঁদুর হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। তাঁর বাবা লকাই মালিক পেশায় দিন মজুর। পরিবার সূত্র জানা গেছে, ১৬ বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও এই ছাত্রী এখনও পর্যন্ত কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বাবাকে কম বয়সে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার অসুবিধা এবং সমস্ত আইনি দিকগুলি তুলে ধরা হয়। লকাইবাবুকে জানানো হয় ভোটের পরে মহকুমাশাসক অফিসে দেখার করার জন্য। তাঁর মেয়েকে কিভাবে কন্যাশ্রী প্রকল্প দেওয়া যায়। এইসব সুবিধার কথা শুনে তিনি বলেন, যতদিন না মেয়ের বয়স ১৮ হয়, ততদিন পর্যন্ত তাঁর যতই কষ্ট হোক মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

স্ত্রীকে বিষ মাখানো মিষ্টি খাইয়ে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর ঃ বৌদির সাথে স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক জেনে যাওয়ায় শ্বশুরবাড়িতে এসে স্ত্রীকে বিষ মাখানো মিষ্টি খাইয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির উত্তরপাড়া থানার মাখলা দলুইপাড়ায়। মৃতার নাম বর্ষিতা শর্মা (২৭)। রবিবার সকালে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বর্ষিতার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় ওই গৃহবধূর বাবা পরমানন্দ শর্মা উত্তরপাড়া থানায় তাঁর মেয়ের স্বামী, দাদা ও বৌদির বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন। পরমানন্দবাবু জানান, ২০১৬-র ১৮ এপ্রিল কোন্নগর আদর্শনগরের বাসিন্দা রাকেশ শর্মার সাথে তাঁর মেয়ে বর্ষিতার বিয়ে দেন। বিয়ের পর থেকেই মেয়ের উপর রাকেশ অত্যাচার করত। কিন্তু এভাবে যে মেয়েকে মারা হবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। পরমানন্দবাবুর অভিযোগ, বিয়ের সময় লক্ষাধিক টাকা নগদ, বাইক ও অন্যান্য যৌতুক সামগ্রী দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরই মেয়ে জানতে পারে তার স্বামীর সাথে বৌদির একটা অবৈধ সম্পর্ক আছে। তারপর থেকেই রাকেশ মেয়ের উপর অত্যাচার শুরু করে। ইতিমধ্যে বর্ষিতা অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে পড়েন। অত্যাচার চরম পর্যায়ে

পৌঁছালে জানুয়ারি মাসে তিনি মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। ফেব্রুয়ারি মাসে মেয়ের ছেলে হয়। ইতিমধ্যে মাঝে মধ্যেই বাপের বাড়িতে এসে মেয়ের উপর মানসিক অত্যাচার করত। শনিবার সকালেও জামাই এসে মেয়ের সাথে প্রচণ্ড ঝগড়া করে। পরে রাত সাড়ে দশটায় জামাই তার বাড়িতে এসে মেয়েকে মিষ্টি ও জল খাইয়ে ফিরে যায়। মিষ্টি খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই মেয়ের শরীর খারাপ হতে থাকে। মুখ দিয়ে গ্যাজলা উঠতে থাকে। শনিবার গভীর রাতে তাঁরা বর্ষিতাকে নিয়ে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই রবিবার সকালে বর্ষিতার মৃত্যু হয়। পরমানন্দর অভিযোগ, মিষ্টির সাথে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল জামাই রাকেশ। আর তারই জেরে মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। মৃতার জ্যেঠিমা রামপিয়ারী শর্মার দাবি, দোষীরা যেন ছাড়া না পায়, তাদের যেন কঠোর শাস্তি হয়।

চন্দননগরে অনাবাসিক সাঁতারুদের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ হুগলির চন্দননগর সুইমিং সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় ১২-১৮ মে এক অনাবাসিক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিদিন সকাল ৫.৪৫ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬.১৫ মিঃ পর্যন্ত এই শিবির চলছে। শিবিরে মোট ১৮জন সাঁতারু অংশগ্রহণ করছে। শিবিরের দায়িত্বে আছেন পশ্চিমবঙ্গ স্পোর্টস কাউন্সিলের সাঁতার প্রশিক্ষক সমীর পণ্ডিত। ১৯ ও ২০ মে জেলা সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য এই সাঁতারুদের বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই ১৮জন সাঁতারুর মধ্যে গতবছর ৩জন জাতীয় ও ৪জন রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। সংস্থার সম্পাদক কাজল সরকার আশাবাদী যে এক বছর সংস্থার অন্তত ১০জন সাঁতারু রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে। ভারতের আন্তর্জাতিক সাঁতারু ইলা বসু, ফুটবলার তনুময় বসু, ক্রীড়া সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য, সাংসদ রত্না দে নাগ, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, বিধায়ক প্রবীর ঘোষ, মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী এই শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানান।

পাণ্ডুয়ায় আক্রান্ত দুই তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ শনিবার রাতে হুগলির পাণ্ডুয়া থানার তিন্না-সরাই অঞ্চলে দুষ্কৃতীদের বোমায় দুই তৃণমূলের কর্মী আহত হন বলে জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ। জানা গেছে, পাণ্ডুয়ার তিন্না-সরাই অঞ্চলে এদিন রাতে তৃণমূল কর্মীরা নির্বাচনের ব্যানার ও পতাকা লাগানোর কাজ করছিলেন। ঠিক সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী মোটর বাইকে করে সেখানে হাজির হয়। তারপর বোমা মারতে শুরু করে। এই ঘটনায় মতি দেবনাথ ও গণেশ দেবনাথ নামে দুই কর্মী গুরুতর আহত হন। তাঁদের পাণ্ডুয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘটনায় তদন্তে নেমেছে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তার সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে বিরোধী দলের নেতারা জানান, তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে।

ছোট ভাই ফরওয়ার্ড ব্লকের হাত ধরে অস্তিত্বের লড়াইয়ে সিপিএমের দাদা

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

আজ ১৪ মে পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচন। অনেকের মতে, এই নির্বাচন ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের মহড়া। কেউ কেউ বলছেন, পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায় বামপন্থীদের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের সঙ্গে বাম এবং বিজেপির লড়াই। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলাতে বিজেপির প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লড়াই। নির্বাচনের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের গতির কাছে মারাত্মকভাবে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে অন্যান্য দলগুলি। পশ্চিম বাংলার বহু পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের আসনে প্রার্থী খুঁজে পাননি বিরোধী দলগুলি। বেশ কিছু আসনে প্রার্থীরা মনোনয়ন দিলেও মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষবেলায় তাঁরা নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এই মনোনয়ন প্রত্যাহারের বিষয়টি বাম জমানায় বেশ কিছু চাপা ভয়ঙ্কর ঘটনা এবং বিজেপির লড়াই। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলাতে বিজেপির প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লড়াই। নির্বাচনের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের গতির কাছে মারাত্মকভাবে ধাক্কা খেয়ে কাজে লাগবে।' সেই স্ত্রী স্বামীর হাতে-পায়ে ধরে মনোনয়ন তুলতে বাধ্য করতেন। সেই ঘটনা কেউ জানতো না। বিশেষ করে হুগলি জেলার গোঘাট থানাতে এ রকম ঘটনা ভূরি ভূরি হয়েছে। এমনকি শরিক দল ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্য দয়া করে যেটুকু আসন ছাড়ত বড়দাদা সিপিএম সেইটুকুই নিতে হত। তার বেশি কিছু করতে গেলেই একই হাল হত। ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকে বড় দাদা, ছোট ভাই ফরওয়ার্ড ব্লকের হাত ধরে বড়দাদা নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। গোঘাটের একমাত্র পঞ্চায়েত শাওড়া যেখানে প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বনাথ কারকের নেতৃত্বে দু'জন কান্তে হাতুড়ি চিহ্নে এবং ৫জন সিংহ চিহ্ন নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। পঞ্চায়েত সমিতিতে ২জন এবং জেলা পরিষদে একজন প্রার্থী রয়েছেন। যিনি এই সমস্ত প্রার্থীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি হলেন বড়দাদা সিপিএম হাতে একাধিক বার গুলি খাওয়া গোঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক। গোঘাটের কামারপুকুর অঞ্চলেরও দুটি পঞ্চায়েতের আসনে নির্বাচন হচ্ছে, যে দু'জন তৃণমূল দলেরই কর্মী। একজন তৃণমূলের হয়ে বিগত পঞ্চায়েতের সুবীরচকের গ্রাম সভায় সদস্য ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রিকা এবং টিভি চ্যানেলে জানিয়েছেন তিনি ১৯৯৮ সাল থেকে সিপিএম এর সাথে লড়াই করে নাকি তৃণমূল দলকে নিয়ে এসেছেন গোঘাটের বুকে। কিন্তু গোঘাটের মানুষ অন্য কথা বলে, তিনি নয়ের দশকে ছিলেন সিপিএম-এর জোনাল সম্পাদক অভয় ঘোষের ছায়াসঙ্গী। ২০০০ সালের পর ভয়ে অভয়বাবুকে ত্যাগ করে চলে আসেন নতুন জোনাল সম্পাদক অরুণ পাত্রের কাছে। তাঁর বাড়িতে ম্যানেজারির দায়িত্ব নিয়ে অরুণবাবুর বাড়ির চাষবাস দেখাশোনা আরম্ভ করেন ২০১১ সাল পর্যন্ত। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, তিনি কিভাবে লড়াই করে তৃণমূল দলকে নিয়ে এলেন? তাছাড়াও গোঘাটের পুথুরিয়াতে একটি আসনে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ প্রার্থী রয়েছেন। আর গড়মান্দারণের একটি পঞ্চায়েত সমিতির আসনে লড়াই হচ্ছে। এখানেও লড়াই হচ্ছে দলের প্রার্থীর সঙ্গে দলের বিক্ষুব্ধ প্রার্থীর। তবে গোঘাট থানার সবার চোখ এখন শাওড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে কামারপুকুর পঞ্চায়েতের দশঘড়ার দিকে।

এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। প্রত্যেকটি বুথের জন্য থাকছে রাইফেলধারী পুলিশ এবং সিসি ক্যামেরা। মোট ৯টি সেক্টর অফিস থাকছে। থাকছে ২৭৪ জন পুলিশ এবং ৪৬টি বুথের জন্য সেক্টর অফিস ৯টি।

হতাশ জীবনে আশার আলো.....
জার্মান হোমিও কেয়ার
Mob.-9674533162 / 7890779979
SEX, প্রবলেম - যৌন সমস্যা
●সহবাসে অক্ষমতা ●ইন্দ্রিয় শিথিলতা ●শীঘ্র পতন ●ইন্দ্রিয় ছোট, ইন্দ্রিয় সরু ●উত্তেজনার অভাব ○স্বপ্ন দোষ ●ধাতু তারল্য ●ধাতু ক্ষয় ●সিফলিস ●গনোরিয়া ●ফাইমোসিস
সহ যাবতীয় নারী-পুরুষ যৌন ও গুপ্ত রোগের সুচিকিৎসা নিন।
১০০% সুচিকিৎসা নিন
মদ, গাঁজা, ড্রাগস, সিগারেট ও হেরোইন, টোব্যাকো যাবতীয় নেশা ছাড়ানো হয়।
☆মহিলাদের বক্ষ সৌন্দর্য্য ☆যাবতীয় চুলের সমস্যার সমাধান করা হয় ☆অর্শ, ফিসচুলা, হাঁপানী, ডায়বেটিস ☆ব্রণ, চর্মরোগ, পেটের রোগ ☆রোগ থেকে মোটা-মোটা থেকে রোগ
আগে থেকে ফোনে নাম নথিভুক্ত করে আসুন।
শেওড়াফুলি (পোস্ট অফিসের পিছনে) মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি দুপুর ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা, রবিবার সকাল ৯টা থেকে সকাল ১১টা
দমদম জংশন ইন্দিরা মন্দাদনের বিপরীতে প্রতি মোম ও শুক্র সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা
আরামবাগ পৌরবাজার মোড় তারকেশ্বর কালীবাড়ীর মাঠের পূর্বদিকে

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব নন্দ্য, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯
ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ডি ●নায়োগ্রি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।